https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

ড্রাগ থেরাপি

বিবরণ 2016

কর্টিকো স্টেরয়েড

বর্ণনা
ইহা একটি হরমোন যা মানব শরীর তৈরি করে। যা কৃত্রিমভাবে তৈরী করা যায় এবং বিভিন্ন শিশু রিউমাটিক রোগে ব্যবহৃত হয়।
এথলেটরা যে স্টেরয়েড নেই এবং আপনার বাচ্চার জন্য যা ব্যবহৃত হয় তা এক না।
এই রোগের ক্ষেত্রে যে স্টেরয়েড ব্যবহৃত হয় তার নাম গ্লুকোকরটিকয়েডস। তারা খুবই কার্যকরী এবং দ্রুত কাজ করে। প্রদাহকে প্রতিহত করার জন্য জটিল কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে ইমিউনোরেয়িকেশন কে প্রতিহত করে।
তাড়াতাড়ি শারীরিক উন্নতি লাভের জন্য অন্যান্য ঔষধ এর সাথে কর্টিকো স্টেরয়েড ব্যবহৃত হয়।
এ সব ছারাও এরা শরীরের অন্যান্য প্রক্রিয়ায়ও অংশগ্রহন করে যেমন-হৃদযন্ত্রের কাজ, স্ট্রেস রিয়েকেশন, পানি, চিনি এবং চর্বি মেটাবোলিসম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রন ইত্যাদি।
এই ঔষধ অনেকদিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এ জন্য একজন শিশুকে অবশ্যই এরোগে অভিজ্ঞ একজন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাতে হবে যেন প্াার্শপ্রতিক্রিয়া কম হয়।

মাত্রা/প্রয়োগের ধরন

এটা সিস্টেমিক্যালি অথবা লোকালি দেয়া যায়।
ঔষধ মাত্রা এবং প্রয়োগের ধরন নির্ভর করে, রোগের উপর এবং রোগীর অবস্থার উপর। বেশী মাত্রার ঔষধ, বিশেষভাবে যখন শিরাপথে দেয়া হয় তা তাড়াতাড়ি কাজ করে।
বিভিন্ন মাত্রার মুখে ঔষধ পাওয়া যায়। প্রেডেনিসোন অথবা প্রেডেনিমোলোন সাধারনত বেশী ব্যবহৃত হয়।
ঔষধ এর মাত্র এবং দৈনিক কত বার দেয়া যাবে তার জন্য বিশেষ কোনো নিয়ম নেই।
প্রতিদিন সকালে, সর্বোচ্চ ২ মিঃগ্রাম/কেজি/প্রতিদিন দেয়া যায়। সর্বোচ্চ ৬০ মিঃ গ্রাম/প্রতিদিন। অথবা একদিন অন্তর অন্তর দেয়া যাবে পর্শ প্রতিক্রিয়া কম কিন্তু কার্যকারিতাও কম। গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসক মিথাইল প্রেডেনিসোলোন ব্যবহার করে যা নিরাপদে দেয়া যায় দৈনিক ১ বার করে কয়েকদিন ৩০ মিঃগ্রাম/কেজি/প্রতিদিন, সর্বোচ্চ ১গ্রাম এবংহাসপাতালে নিতে হবে।
যখন মুখে ঔষধ জানানো পরে তখন অল্প মাত্রায় দৈনিক নিরাপদে দেয়া যেতে পারে।
রোগীদের ক্ষেত্রে দীর্ঘসময় ধরে কাজ করে এমন কর্টিকো স্টেরয়েড আক্রান্ত অস্থি সন্ধিতে দেয়া যায়। ডিপোট কর্টিকো স্টেরিয়েড এর প্রধান উপাদান স্টেরয়েড ক্রিষ্টিল এর সাথে থাকে যখন-অস্থিসন্ধিতে তা ইনফেকশনের

মাধ্যমে দেয়া হয় তা অস্থিসন্ধির ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে এবং দীর্ঘসময় ধরে কর্টিকোস্টেরয়েড নির্গত হয়, যার ফলে লম্বা সময় ধরে এন্টইনফ্লামেটরী ইফেক্ট পাওয়া যায়।
এই ইফেক্ট রোগীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কিন্তু সাধারনত কয়েকমাস থাকতে পারে। একবারে এক বা একাধিক অস্থিসন্ধির চিকিৎসা করা যায়। বাচ্চার বয়স এর উপর ভিত্তি করে টপিক্যাল বেদনানাশক , লোকাল এনেসথেসিয়া, বা জেনারেল এনেসথেসিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
দুই ধরনের পার্শ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় লম্বা সময় ধরে বেশী মাত্রায় ব্যবহারের জন্য এবং ঔষধ বন্ধ করার পর। যদি কর্টিকোস্টেরয়েড এক সপ্তাহ এর বেশী সময় ধরে নেয়া হয় তাহলে তা হঠাৎ বন্ধ করা যাবে না। বন্ধ করলে শরীরের স্টেরয়েড নিঃসরন হবে না। কর্টিকোস্টেরয়েরে এর পর্শপ্রতিক্রিয়া ব্যাক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে এবং সেজন্য তা আগে থেকে বুঝা যায় না।
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঔষধের মাত্রার উপর নির্ভর করে, পুরো মাত্রায় ঔষধ একবারে সকালে না দিয়ে সমস্ত দিনে ভাগ করে দিলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশী হবে। প্রধান প্রধান পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া, ওজন বৃদ্ধি এবং শরীরের চামড়া ফেটে যাওয়া। এজন্য বাচ্চাদের এমন খাবার খেতে হবে যাতে ফ্যাট এবং স্যুগার কম কিন্তু ফাইবারের পরিমান বেশী, যাতে ওজন না বাড়ে। একনি টিটকিয়াল চামড়ার চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়িন্ত্রন সম্ভব। ঘুমের সমস্যা এবং আচরনগত সমস্যাও প্রায়ই দেখা যায়। বেশী সময় ব্যবহার করলে শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় শিশুদের ক্ষেত্রে অল্প মাত্রার ঔষধ অল্পদিন ব্যবহার করে। প্রতিদিন ০.২ মিঃগ্রাম/কেজি/প্রতিদিন অথবা সর্বোচ্চ প্রতিদিন ১০ কেজি ঔষধ নিলে তা শারীরিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে না।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, যার জন্য খুব দ্রুত এবং বারবার ইনফেকেশন হয়। এসব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে চিকেন পক্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা খারাপ ভাবে দেখা দিতে পারে। সেজন্য আপনার বাচ্চার চিকেন পক্স হলে বা চিকেন পক্স হয়েছে এমন কারো সংস্পর্শে গিয়েছে তাহলে অবশ্যই তা ডাক্তারকে অবহিত করতে হবে।
অবস্থা বিবেচনা করে এনটিবডি ইনজেকেশন দিতে হবে ভাইরাস আক্রমন প্রতিহত করার জন্য।
কিছু কিছু পাশ্বপ্রতিক্রিয়া খুব নীরবে ধীরে হয় যা নিবিড় পর্যবেক্ষেন ধরা পড়ে যেমেন-হাড় ক্ষয় হয়ে যাওয়া, যার ফলে হাড় পরবর্তীতে ভেঙ্গেও যেতে পারে যাকে বলে এসটিওপোরেসিস যা বোনমাস ডেনসিটি দিখে নির্নিয় করা সম্ভব। পর্যাপ্ত মাত্রার ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি দিয়ে কেবল তা প্রতিরোধ করা যয়।
চোখের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো চোখের ছানি এবং চোখের ভেতরের প্রশোর বেড়ে যাওয়া। যদি উচ্চরক্তচাপ দেখা যায়। তাহলে কম লবণযুক্ত খাবার খেতে হবে। রক্তে শর্করায় পরিমান বেড়ে যায়োর জন্য ডায়াবেটিস হতে পারে। সেক্ষেত্রে কার্য শর্করা এবং চর্বিমুক্ত খাবার প্রয়োজন।
অস্থিসন্ধিতে ইনজেকেশন দিলে প্রায়ই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়ে। অস্থিসন্ধিতে ইনজেকেশন দেয়োর পর তা বাইরে বের হয়ে আসতে পারে যেক্ষেত্রে চামড়া এবং মাংসপেশী শুকিয়ে যেতে পারে। স্টেরয়েড ইনজেকেশন দেয়োর জন্য ইনফেকেশন খুবই কম (প্রতি ১০ হাজারে ১ জন)

প্রতি শিশু রিউমেটিক রোগ সময়হ যাদের ক্ষেত্রে দেয়া যাবে।
সব শিশু রিউমেটিক রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, সাধারনত অলপ মাত্রায় অল্প সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।